বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ।

প্রকল্পের শিরোনামঃ	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।
প্রকল্প পরিচালক	ড: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (জুট-টেক্স)
প্রকল্প উপ-পরিচালক	মোঃ মিনহাজ উদ্দীন যোবায়ের, সিএসও, জেটিপিডিসি

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য

- কটন প্রসেসিং পদ্ধতিতে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধিপূর্বক পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে গবেষণা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন।

সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মাত্রা

- পাট ও তুলার সংমিশ্রণে গুণগত মানের সুতা ও কাপড় তৈরী করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তার উন্নয়ন করা।
- বর্তমানের প্রথাগত যন্ত্রপাতি উন্নতকরণের মাধ্যমে গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- জেটিপিডিসি উইং-এ মেশিন স্থাপনের জন্য ভৌত সুবিধার উন্নয়ন করা।
- পাট পণ্য উৎপাদনকারী/শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষন প্রদান করে বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনে তাদের সমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের বাসত্মবায়নকালঃ	
ক) শুরুর তারিখঃ	১ অক্টোবর ২০১৭ ইং
খ) সমাপ্তির তারিখঃ	৩০ জুন ২০২১ ইং
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোটঃ	২০৭৯.০০

প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

পৃথিবীতে তুলার পরে পাটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু এবং বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। গত ২০১৫ সালে ৬.৯৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ১৩.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন পাট উৎপাদন হয় (জাতীয় পাট দিবস ২০১৭ এর সরন্মিকা) । সিনথেটিক তন্তুর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে পাট পণ্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বর্তমানে প্রতি মাসে ৬০০-৭০০ কোটি টাকার পাট পণ্য বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে (জাতীয় পাট দিবস ২০১৭ এর সরন্মিকা) । পাট পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কৃষকরা পাট চাষে আগ্রহী হচ্ছে এবং ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ইং এবং ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩ ইং কার্যকর হওয়ার ফলে বিগত ২-৩ বছরে পাটের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ সর্ম্পকে আরও বেশি সচেতন হচ্ছে এবং পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তারকারী সিনথেটিক তন্তু বর্জন করে পাটের মত প্রাকৃতিক তন্তুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যার ফলে দেশে ও বিদেশে প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল তন্তু হিসেবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিশ্বব্যাপী নব উদ্দম সৃষ্টি হয়েছে।

পাটের প্রথাগত ব্যবহার যেমন চটের ব্যাগ, রশি, কার্পেট, হেসিয়ান প্রভৃতি পণ্যের বাহিরে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা তাদের সৃজনশীতলতার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। জেটিপিডিসি উইং এর বিজ্ঞানীগন তাদের সীমিত সুবিধা ও সম্পদের মধ্যে পাট পন্যের ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত পাট পাটকলে এবং তুলা কটনমিলে ব্যবহার করা হয় । জেটিপিডিসি উইংএ পাটকে কটন মিলে ব্যবহারের জন্য ২ ইঞ্চি করে কেটে ক্যামিকেল ট্রিটমেন্ট করে তুলার সাথে মিশিয়ে কটন প্রসেসিং সিস্টেমে সুতা তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। কটন প্রসেসিং সিস্টেমে জুট-কটন, জুট-উল, জুট সিল্ক এবং জুট রেয়ন এর মিশ্রন দ্বারা যে সুতা পাওয়া যায় তা অবশ্যই পাটের বৈচিত্রময় ব্যবহার বৃদ্ধি করবে। মিশ্রনে পাটের অংশ থাকায় পণ্যের দাম কমবে। পাট মিশ্রিত সুতা ও কাপড় এর বানিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোগক্তা সৃষ্টি করতে হবে। গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে পাট পন্যের বাজার প্রসারিত করতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পাটপন্যের গুণাগুণ বৃদ্ধি করে ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য করতে হবে।